ভোরের কাগজ

100

SEP. 15 1999

তারিখ ... SEP. 15 1999 ..
পৃষ্ঠা 9 কলাম 7 ......

মতামত কর্নার

জাহাঙ্গীরনগরের ছাত্রী বোনদের অভিনন্দন

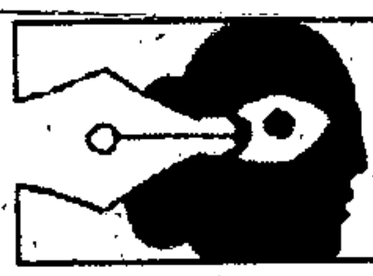

দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই যাচ্ছে। কায়দায় মেয়েদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তবুও সরকার নীরব, বিরোধী দল নীরব! দেশের সাধারণ মানুষ নীরব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কতোদিন মানুষ নীরব থাকবে। একদিন না একদিন মানুষ প্রতিবাদ করবেই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রীদের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে। ক্যাম্পাসে এসব ধর্ষণকারী বেশ কিছুদিন থেকে নানা বর্বর কাজ করছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে সাধারণ ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন করতে তারা দ্বিধাবোধ করেনি। ক্রমে ছাত্রীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং তাদের সম্ভ্রম রক্ষায় সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণকারীদের শাস্তির দাবিতে জোরদার আন্দোলন করতে থাকে। জা.ন. বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রীকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। তারা প্রমাণ করেছে সাধারণ ছাত্রীরা সংঘবদ্ধ থাকলে যেকোনো বড়ো ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায়। তবে আন্দোলন এখনো শেষ হয়ে যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধর্ষণকারীদের মধ্যে জসীমউদ্দীন মানিককে যার বিরুদ্ধে সাতটি ধর্ষণের অভিযোগ; তাকে চিরদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেছে। তার সহযোগী ধর্ষণকারীদের বহিষ্কার করেছে ১ বছর এবং ২ বছরের জন্য। কিন্তু ধর্ষণের মতো চরম জঘন্য কাজের এই শাস্তি কি যথেষ্ট? ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধের জন্য এতো লঘু শাস্তি হলে মানিকের মতো বিকৃত রুচির ছাত্ররা ভবিষ্যতে ছাত্রী ধর্ষণে উৎসাহিত হবে, নয় কি?

ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পবিত্র বিদ্যাপীঠে সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা কর্তৃপক্ষ তারা কতোটুকু বিবেকবান, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ন? এই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিভাবকেরা দূর দূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীদের পড়তে পাঠান এই ভেবে যে, শিক্ষক বা অভিভাবকের মতোই ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা দেবেন। কিন্তু প্রশাসন কি আদৌ তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছেন? কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে ধর্ষণকারীদের শাস্তি বহু আগেই হতো।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত সন্ত্রাসীরা ছেলেদের হলগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে পর্ণোগ্রাফির প্রদর্শন; প্রায়ই হলগুলোতে নিয়মিত পতিতা নিয়ে এসেছে। সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে সংশ্লিষ্টরা সকলেই এ সম্পর্কে বহুদিন থেকে অবগত আছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে এসব হলের প্রভোস্টরা এ ব্যাপারে কি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে? তেমন কোনো তথ্য আমরা এখনো পাইনি। উল্টো ছাত্রীরা ধর্ষণের অভিযোগ জানালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানের খাতিরে এবং ছাত্রীদের নিজেদের সম্মানের খাতিরে নীরব থাকার পরামর্শ দেন। সভ্যতার মুখোশধারী এসব শিক্ষক কি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত? প্রকৃতপক্ষে বিবেকবান? শুধু তাই নয়, তারা বলেন তারা ওসব জানেন না। এও কি সম্ভব, যে ব্যাপারটি পুরো ক্যাম্পাসের সকলেই জানেন, জানেন না শুধু প্রশাসন। এমনকি আন্দোলনরত ছাত্রীদের প্রতি অনেক শিক্ষক নোংরা মন্তব্য করেছেন। বড়ো বড়ো ডিগ্রিধারী এসব শিক্ষক মনের দিক থেকে কতোটা শিক্ষিত? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্রী আন্দোলনের প্রবল চাপের মুখে ধর্ষণকারীদের বহিষ্কার করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ধর্ষণকারীদের শাস্তি দিতে চাননি, যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভোরের কাগজকে দেওয়া তার সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন— "আমি দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা আমার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অথচ এটি আমার সময়কার ঘটনা নয়।" তিনি আরো বলেন, "অতীতের সৃষ্ট অপকর্মগুলোর কথা সবাই জানতো কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।" অথচ ভিসি হওয়ার পূর্বে তিনি কিন্তু ঐ প্রশাসনের উপউপাচার্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি ধর্ষণকারীদের শাস্তি লাঘবের পন্থা বলে দিচ্ছেন এই বলে "শাস্তি প্রাপ্তদের কোনো বক্তব্য থাকলে তারা আদালতে যেতে পারে।" আমরা কোন সভ্য সমাজে বাস করি যেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণের সংখ্যা ২০। এই ধর্ষণকারীরা বহুদিন থেকে সাধারণ ছাত্রদের ওপর ক্রমাগত নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়েছে। তাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেছে। অথচ এই আন্দোলনে সাধারণ ছাত্রদের অংশগ্রহণ তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। অনেক ছাত্রই এই ছাত্রদের হাতের অস্ত্র ও তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভয় পেয়েছে। অথচ এই সন্ত্রাসীরা আন্দোলনরত ছাত্রীদেরও কম ভয় দেখায়নি। ছাত্রীদের হলে ফোন করে আন্দোলনরত ছাত্রীদের ভয় দেখিয়ে আন্দোলন প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছে। এমনকি মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের নাম ধরে বলেছে একে শেষ করবো; ওকে শেষ করবো। কিন্তু ছাত্রীরাতো আন্দোলন থেকে এতোটুকু পিছিয়ে আসেনি! সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানাই শিক্ষাব্যবস্থার অনিয়ম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অনুসরণে প্রতিবাদ জানানোর জন্য।

❑ দিঠি হাসনাত
ছাত্রী-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।